দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ২৪ DEC 2015 পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

কেমন বিশ্ববিদ্যালয় চাই

বেলাল হোসাইন বিদ্যা

আমাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় অথবা জানতে চাওয়া হয়, 'আপনি কেমন মানুষ হতে চান?' এক কথায় আমাদের উত্তরটা ঠিক এমন হয়, 'মানুষের মতো মানুষ হতে চাই'। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক এমন করেই বলবো, 'বিশ্ববিদ্যালয় চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই'। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো' বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয়টা আসলে কেমন হবে অথবা কেমন হওয়া উচিত?

হ্যাঁ, এটাই আমাদের জানা অথবা বোঝার বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কেমন হবে অথবা কেমন হওয়া উচিত।

এককথায় এর উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকে নজর দিতে হবে। যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, প্রশাসনিক কার্যক্রম, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষক-ছাত্রসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় প্রভৃতি।

সাম্প্রতিককালে দেখা যায় যে, খুব স্বল্প পরিসরে ৪০-৪৫ একর জায়গা নিয়েও একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় যে শুধু উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার জায়গা তা কিন্তু নয়; এখানে একজন শিক্ষার্থীকে কিভাবে 'মানুষ' করে গড়ে তোলা যায়, সেই প্রশিক্ষণও দেয়া হয় অথবা এমন প্রশিক্ষণই দেয়া উচিত। সেই 'মানুষ' করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনার জগৎটাকে পরিস্ফুটিত করা একটা প্রধানতম বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরটা দীর্ঘ হওয়াটাও জরুরি বলে মনে করি। যেখানে একজন শিক্ষার্থী ডানা মেলা বিহঙ্গের মতো স্বতঃস্ফূর্ত বেঁচে থাকার জায়গা পাবে। বড় পরিসরে তার চিন্তার জায়গাটাও দীর্ঘায়িত হতে থাকবে। অন্যথায় কুঁয়োর ব্যাঙের মতোই তার অবস্থাটি থেকে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ থাকবে মনোরম। অদ্ভুত সৌন্দর্যে বেষ্টিত থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়। ধোঁয়া-ধূলায় জর্জরিত ফুটপাত-রাজপথের পাশে গড়ে তোলা বিশ্ববিদ্যালয় আমার কাম্য নয়। ধূলা-ধোঁয়া আর কংক্রিটের মাঝে শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্ক সতেজ নয়, বরং কংক্রিটময়ই হয়ে ওঠে। ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনায় গড়ে উঠবে স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনারসহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যারিকেড হয়ে দাঁড়ানো, যৌক্তিক আন্দোলন-সংগ্রামে জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ জীবনকে উৎসর্গ করা সে সকল মহান মানুষের স্মৃতি রক্ষা অথবা স্মরণ সৌধ। দেশ, দেশ-মাতৃকার বীর সন্তান, দেশের নানাবিধ ঐতিহ্য সম্পর্কে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদক্ষিণে সামান্যতম হলেও ধারণা পাওয়া যায় এমন হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেন তৈরি হতে পারে, মুক্তচিন্তা-ভালোবাসা-ভালোলাগার মন-মানসিকতা, মানসিক প্রশান্তি, মানবিকতা, মানবপ্রেম। সৃজনশীলতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ই। এমন বিশ্ববিদ্যালয়ই চাই আমি। এখানে জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র, পাঠাগার, অধ্যয়ন কেন্দ্র থাকতে হবে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় পাঠাগারগুলো উন্মুক্ত নয়; অধ্যয়ন কেন্দ্রগুলো দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ; জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রগুলো রাজপথ আর বাসে-রিকশাতেই ঘুরপাক খেতে থাকে। ক্লাসের বাইরে কোনপ্রকার কোন জ্ঞানচর্চার সুযোগ থাকে না শিক্ষার্থীদের। এমন চাই না বিশ্ববিদ্যালয়! একজন শিক্ষার্থীকে মানুষ করে গড়ার জন্য পাঠাগার, অধ্যয়ন কেন্দ্রগুলো সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এজন্য এগুলোকে চাই উন্মুক্ত। আবার পাঠাগারের বই সাজ-সজ্জার ব্যাপারেও খেয়াল রাখা চাই। শুধু গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা দিয়ে পাঠাগার বোঝাই করার কোন মানে হয় না। এখানে সব ধরনের বই-পুস্তক থাকা চাই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সম-সাময়িক, বিজ্ঞানভিত্তিক, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বই থাকা চাই। একজন ছাত্রের চাহিদা অনুযায়ী সে যেন এখান থেকে তার জ্ঞানের পরিধিটা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সাজাতে হবে পাঠাগার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর গড়ে উঠবে ক্যাফেটেরিয়া, স্টেশনারি, ফটোকপি, প্রিন্টিং-টাইপিং, খাবারের দোকানসহ বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান-পাট। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে যেন অযাচিত কোন ঝামেলা অথবা দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে না হয়, এজন্যই এ ব্যবস্থা করা চাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতু অথবা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। খেলাধূলা-সাহিত্য-বিতর্ক-বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় থাকবে। মাসিক অথবা দ্বি-মাসিক, ষান্মাসিক পত্রিকা বের করা যেতে পারে। হোক সেটা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক অথবা সাহিত্যকেন্দ্রিক। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর মনোজগতের খুব বড় ধরনের পরিবর্তন সম্ভব। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সৃজনশীলতায় ভূমিকা রাখে এসকল ছোট-খাটো পদক্ষেপ।

শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকার আদায়ে অথবা শৃঙ্খলতা আনয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাই 'শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সমিতি'। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা চাই সুস্থ রাজনীতির চর্চা। ছাত্রদের অধিকার আদায়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা প্রদানের জন্য চাই সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে নির্বাচিত 'ছাত্র সংসদ'। বিভিন্ন ধরনের ক্লাব-এ্যাসোসিয়েশন শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনার জগৎটাকে প্রসারিত করবে বলেই আমি মনে করি। সর্বশেষ সেই একই কথা দিয়েই শেষ করবো- 'বিশ্ববিদ্যালয় চাই ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই'।

● লেখক : লোক প্রশাসন বিভাগ, ১ম বর্ষ, ২য় সেমিস্টার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়